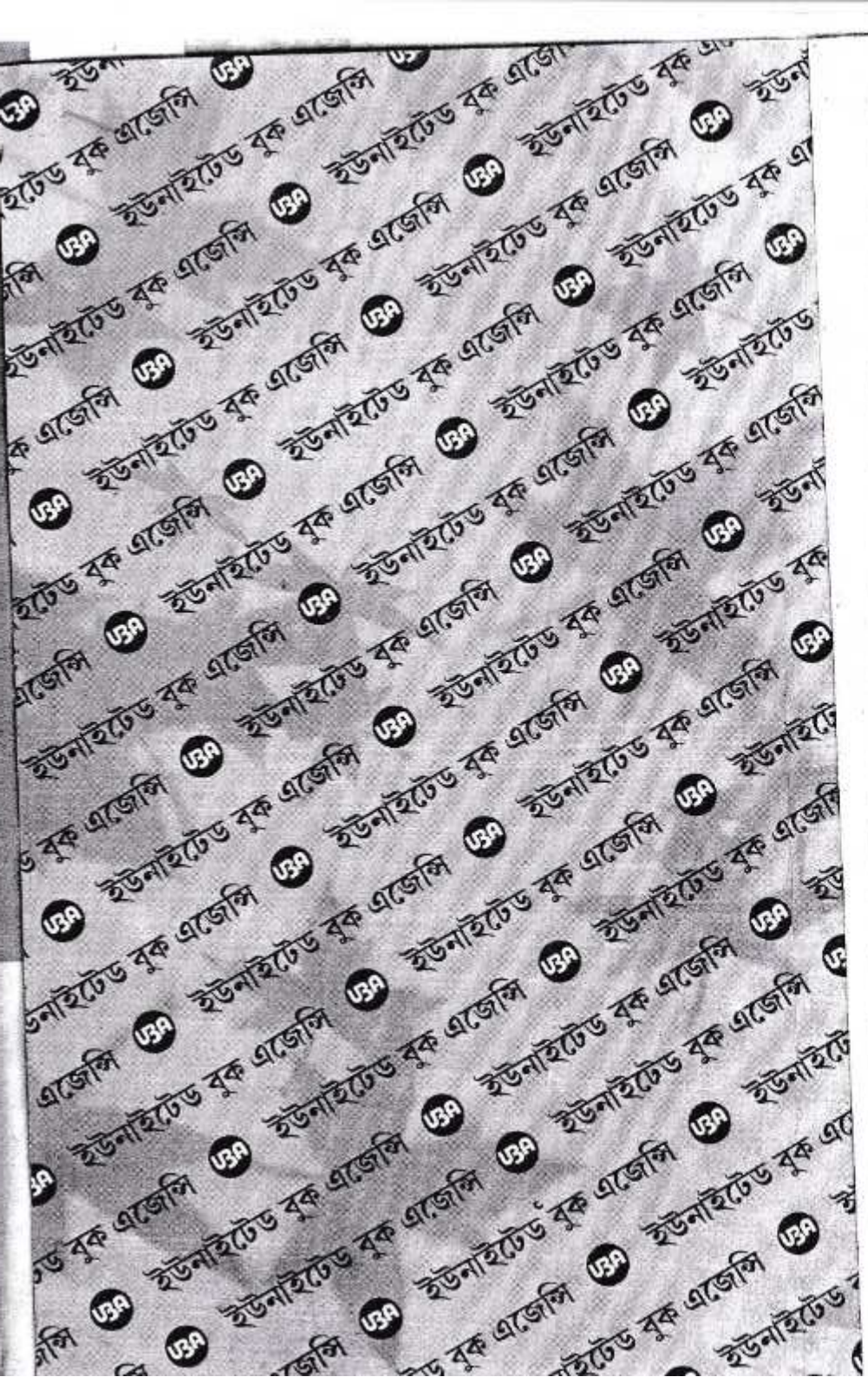

সুচিত্রা ভট্টাচার্যের কথাজগৎ

সম্পাদনা

অধ্যাপক বিকাশ রায়

ড. অর্পিতা রায়চৌধুরী

বিপ্লব বর্মন

ইউনাইটেড বুক এজেন্সি

প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা

২৯/১ কলেজ রো

কলকাতা-৭০০ ০০৯

SUCHITRA BHATTACHARYAER KATHAJAGOT
Edited by, Bikash Roy, Arpita Roychowdhury & Biplab Barman

© সম্পাদক ত্রয়ী কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রকাশক ঃ
শরৎ চন্দ্র পাল
ইউনাইটেড বুক এজেন্সি
২৯/১, কলেজ রো, কলকাতা-৯
E-mail : unitedbookagency2015@gmail.com

ISBN : 978-93-82539-47-6

প্রকাশ কাল ঃ
জুন, ২০১৮

অক্ষর বিন্যাস ঃ
মাইক্রো কম্পিউটার সেন্টার
শাখা অফিস ঃ ১৭০, কেশব সেন স্ট্রিট
কলকাতা-৯

মুদ্রণ ঃ
পপুলার এন্টারপ্রাইজ
৩৫এ/৩, বিপ্লবী বারিণ ঘোষ সরণি
কলকাতা-৬৭

মূল্য ঃ তিন শত টাকা মাত্র

[এই গ্রন্থের অন্তর্গত প্রবন্ধগুলিতে পরিবেশিত তথ্যের দায়ভার সম্পূর্ণরূপে সংশ্লিষ্ট প্রাবন্ধিকের। সম্পাদক বা প্রকাশকের নয়। সম্পাদকের বা প্রাবন্ধিকের অনুমতি ব্যতীত কোন লেখা প্রত্যায়িত লিপি করে প্রকাশ করা যাবে না।]

উৎসর্গ পত্র

অধ্যাপিকা সুতপা ভট্টাচার্য
অধ্যাপিকা সুমিতা চক্রবর্তী
অধ্যাপিকা গোপা দত্ত
প্রণতিসহ

● ড. বিনীতা রানী দাস ১৪৩
❖ ধূসর বিষাদে নারী ঃ সুচিত্রা ভট্টাচার্যের উপন্যাস

● ড. অর্পিতা রায় চৌধুরী ১৫৩
❖ পৃথিবীর গভীর অসুখ

● নন্দিতা সরকার ১৫৮
❖ সুচিত্রা ভট্টাচার্যের 'হেমন্তের পাখি' ঃ
অদিতির মুক্ত আকাশে ডানা মেলা

● গোষ্ঠ বর্মন ১৬৩
❖ সুচিত্রা ভট্টাচার্যের 'হেমন্তের পাখি' ঃ উত্তরণের পথে

● পায়েল হালদার ১৬৯
❖ 'কাছের মানুষ'-এর সন্ধানে ঃ সুচিত্রা ভট্টাচার্য

● ধীরাজ সরকার ১৮০
❖ 'নীলঘূর্ণি'-র অবদমনে মনোবিকলন ও অস্তিবাদ

● তমসা দত্ত ১৮৭
❖ সুচিত্রা ভট্টাচার্যের 'নীলঘূর্ণি' উপন্যাসে নীল-সুনীল-আবর্ত

● বিজয় কুমার স্বর্ণকার ১৯৭
❖ সুচিত্রা ভট্টাচার্যের 'অলীক সুখ' ঃ নৈতিকতা ও অনৈতিকতার দ্বন্দ্ব

● রমাতোষ সরকার ২০১
❖ নারীর আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রাম ঃ প্রসঙ্গ সুচিত্রা ভট্টাচার্যের 'রঙিন পৃথিবী'

● পুরুষোত্তম সিংহ ২০৮
❖ 'আয়নামহল' ঃ নারীজীবনের সাতকাহন

● তানিয়া রায় ২১৫
❖ সুচিত্রা ভট্টাচার্যের 'চার দেওয়াল' ঃ আত্মানুসন্ধানের কাহিনী কথা

● শ্রাবন্তী মজুমদার ২২৩
❖ 'আঁধারবেলা' ঃ "লাঙল ধরা কড়া হাতের লড়াই"

● ওয়াহিদুজ্জামান রনি ২২৯
❖ 'বিষাদ পেরিয়ে' ঃ বিপন্ন বিভীষিকার পাশে বিষণ্ণ বামা-র বদান্যতা

● দিব্যেন্দু অধিকারী ২৩৪
❖ 'ভাঙা ডানার পখি'—ইতিহাসের এক বিস্তৃত অধ্যায় অনুসন্ধানে

● দিব্যজ্যোতি কর্মকার ২৪৪
❖ মধ্যবিত্তের জীবন সংকট ঃ প্রসঙ্গত 'অনিকেত' ও 'গভীর অসুখ'

● দেবলীনা নাথ ২৫৫
❖ "অভোস বলে কিছু হয় না এ পৃথিবীতে, পাল্টে ফেলাই বেঁচে থাকা" ঃ অসম্পূর্ণার
ভাবপ্রতিধ্বনি

● সুমিত মণ্ডল ২৬০
❖ সুচিত্রা ভট্টাচার্যের নির্বাচিত উপন্যাসে নারী

● বিপাশা চৌধুরী ৬৬
❖ নারী মনের মুকুরে—সুচিত্রা ভট্টাচার্য

● বাপী সরকার ২৭২
❖ সুচিত্রা ভট্টাচার্যের উপন্যাস ঃ নারী ব্যক্তিত্বের নানা অভিমুখ

● স্মৃতি মোদক ২৭৯
❖ সুচিত্রা ভট্টাচার্যের উপন্যাসে লৈঙ্গিক রাজনীতির জটিলতা

● তুলতুল নন্দী ২৮৩
❖ বর্তমান সমাজ ও সুচিত্রা ভট্টাচার্যের উপন্যাস

● অতনু ঘোষ ২৯২
❖ ঝুম্পা লাহিড়ী ও সুচিত্রা ভট্টাচার্যের উপন্যাস ঃ বাঙালি সংস্কৃতির ভিন্ন অভিমুখ

□ ছোটগল্প □

● শ্যামাশ্যাম কৃষ্ণপূজারি চট্টোপাধ্যায় ২৯৭
❖ চেনা হাসি, চেনা ভূত ঃ সুচিত্রা ভট্টাচার্যের কিশোর-গল্প

● সুশান্ত মণ্ডল ৩০৫
❖ সুচিত্রা ভট্টাচার্যের ছোটগল্প ঃ নারীর মনোভূমি ও নারীর রামধনু রং

● মনোজিৎ দাস ৩১৫
❖ সুচিত্রা ভট্টাচার্যের গল্পে দাম্পত্য সমস্যা

● সৌম্যব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ৩২০
❖ সুচিত্রা ভট্টাচার্যের গল্প ঃ সম্পর্কের রকমারি রসায়ন

● শম্পা চৌধুরী ৩৩২
❖ নব্বই-এর মধ্যবিত্ত ও সুচিত্রা ভট্টাচার্যের গল্প

● শ্রাবণী পাল ৩৪৩
❖ সুচিত্রা ভট্টাচার্যের ছোটগল্প ঃ মধ্যবিত্ত বাঙালির মুখ ও মুখোশ

● প্রাবন্ধিক পরিচিতি ৩৫০

নারী মনের মুকুরে—সুচিত্রা ভট্টাচার্য

বি পা সা চৌ ধু রী

"নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার কেন নাহি দিবে অধিকার?"—বহু কথিত ও বহু চর্চিত বিষয় হলেও যেন কোথায় গিয়ে নারী প্রকৃতরূপে স্বাধীন নয় বরং স্বাধীনতাটা তাদের কাছে পরাধীনতার চেয়েও বিষাক্ত। পুরুষ সমাজ নারী-কেন্দ্রিক স্বাধীনতার কথা বললেও সত্যিই কি নারী পুরোটা স্বাধীনতার অধিকারী। নারী বিশ্বাসের বদলে পেয়েছে প্রতারণা, পেয়েছে অন্তরালে থাকার অমোঘ নির্দেশ, কপালে জুটেছে বঞ্চনা। এই অব্যক্ত কখনও ধরা দিয়েছে লেখার আকারে উপন্যাসে, কখনও বা গল্পের মধ্য দিয়ে।

আলোচ্য প্রবন্ধে সুচিত্রা ভট্টাচার্যের চারটি উপন্যাস নিয়ে আলোচনা রয়েছে। সেখানে নারী মনস্তত্ত্বকে সুচিত্রা ভট্টাচার্য তুলে ধরেছেন একেবারে অন্য আঙ্গিকে।

আমার আলোচ্য উপন্যাসগুলির মধ্যে প্রথম উপন্যাসটি হল 'অর্পিতা'। 'অর্পিতা' শব্দটির আভিধানিক অর্থ হল অর্পণ করা হয়েছে এমন। এক্ষেত্রে অর্পিতা নিজেকে অর্পণ করেছে স্বামী সেবায়। সন্তান পালনে, কর্মক্ষেত্রে নিজের ও সংসারে রুজি রোজগারের আশায়। তা সত্ত্বেও স্বামীকে পুরোপুরিভাবে নিজের করে পায়নি। অনেকবার নিজের ত্রুটি খোঁজার চেষ্টা করেছে। কিন্তু ঘুরে ফিরে স্বামী শুভেন্দুর না্া দেখতে চাওয়া দোষগুলো কোন ফাঁক-ফোকর পেলেই বেরিয়ে এসেছে। দীর্ঘ বিবাহিত জীবনের কোন ভাল কথা তার মনে পড়েনি। তাই নিজেরই অজান্তে মুখ ফুটে বেরিয়ে পড়ে—"একটা ভালো ছবি মনে পড়ে না।" শত চেষ্টা সত্ত্বেও অর্পিতা বদলাতে পারেনি স্বামীর চরিত্র দোষ। শুভেন্দু সম্পর্কে অনেকে অনেক কথা বললেও যখন সে নিজের চোখে দেখে "বছর পয়ত্রিশের আয়াটার সঙ্গে আদিম খেলায় মেতেছে শুভেন্দু....অর্পিতা নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিল না।" এর পরেও স্বামীর বলা কথায় বিশ্বাস করে তাকে আবার ভালোবাসতে, বিশেষত ভরসা করতে শুরু করেছিল অর্পিতা। এরপরেও বদলায়নি শুভেন্দু। তার আদিমতা রিরংসা বরাবরই নারী দেহ যখনই দেখেছে তখনই দাঁত নখ বের করে দিয়ে নিজের পুরুষত্বকে প্রকাশ করেছে। তবে কি এটাকেই পুরুষত্ব বলে? যেখানে নারী শুধুই তার প্রতারণার পাত্রী। অর্পিতার নিজের আত্মকথনে জানা যায় "লোকটার সঙ্গে এক খাটে শুতে গা গুলিয়ে উঠত, তবু নির্লজ্জ হয়ে তাকে প্রলুব্ধ করেছে, বাজারের মেয়ের মতো মেলে ধরেছে নিজেকে।" মেনে নেওয়া ও মানিয়ে নেওয়ার মধ্যে যদি শান্তি আসে, সংসার বাঁচে তাহলে তো

অর্পিতার সুখে শান্তিতে ঘর করার কথা ছিল। তাহলে শুভেন্দু বদলালো না কেন? কেন দুই ছেলে মেয়েকে নিয়ে একা লড়াই করে সমাজ এবং সংসারের শত প্রশ্নের জবাব এড়িয়ে এবার বাঁচতে হয়েছে অর্পিতাকে। সে তো স্বামীর সব বাসনাই পূরণ করেছিল তবে এটা কিসের শাস্তি?—কাউকে বিশ্বাস করে ভরসা করার? জীবনের অন্তিম সময়ে যে মানুষটা সারাটা জীবন কোন শান্তির জীবন অর্পিতাকে পেতে দেয়নি। করেনি স্ত্রী সন্তানদের প্রতি কোন কর্তব্য, তাও তাকে অর্পিতা ফেলে দিতে পারেনি। শুভেন্দুর অসুস্থতার খবর পেয়ে ছুটে পৌঁছে গেছে অফিসে।....শুভেন্দুকে উদ্ধার করতে। ইচ্ছে করলেই অর্পিতা এই দায়ভার এড়াতে পারতো, কিন্তু করেনি। তাই ছেলেমেয়ের প্রশ্নের উত্তরে বলেছে—"মানবিকতা বলে তো একটা কথা আছে। ওকে ফেলে দিই কি করে?" কিন্তু এই অর্পিতাকেই ফেলে রেখে বিন্দুমাত্র তার কথা না ভেবে কর্মক্ষেত্রে বদলি নিয়ে শুভেন্দু অন্যত্র চলে গিয়েছিল। তাহলে 'মানবিকতা' শব্দটাও কি ব্যক্তি বিশেষে বদলে যায়? সুস্থ স্বাভাবিক জীবন ফিরে পেতে শেষ জীবনটা স্ত্রী সন্তানদের সাথে কাটাতে চাওয়ার আর্জি জানিয়েছিল শুভেন্দু অর্পিতার কাছে, প্রশ্রয় দেয়নি অর্পিতা। তার শেষ ইচ্ছাকে স্বেচ্ছায় বাঞ্চাল করে দিয়েছে। যে স্বামী থেকেও নেই, তার থাকার চেয়ে না থাকাটা অনেক বেশি মর্যাদার। "সে যে ধরনের সধবা আছে, আর যে ধরনের বিধবা হবে। তার মধ্যেই বা কি প্রভেদ? দুশ্চরিত্র স্বামীর সাহায্য ছাড়াই সে এতদিন সম্মানের সঙ্গে বেঁচেছে, মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। দেখেছে, চিনেছে, চলেছে একাই। তাই এই অহংটুকু নিয়েই তো অর্পিতার বেঁচে থাকা। স্বামী থাকা বা না থাকায় আজ আর অর্পিতার কিছু এসে যায় না। তাই নিজের হাতে গড়ে তুললো সংসার, সন্তানদের আর নিজের মর্যাদাটুকুকে শুভেন্দুকে ভরসা করে আর হারাতে চায় না। তাই শুভেন্দুর শেষ ইচ্ছেকে সামান্যতমও প্রশ্রয় না দিয়ে একরকম বা জোর করেই পাঠিয়ে দিয়েছে কর্মস্থলে। নিজেকে নিজের আত্মসম্মানকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে কখনও কখনও কোন কোন বাঁকে নিষ্ঠুরতাও প্রয়োজন।

দ্বিতীয় উপন্যাস 'চেনা মুখ অচেনা মুখ'। চেনা অতি পরিচিত মানুষও কিভাবে সামান্য পরিস্থিতির পরিবর্তনে বদলে যেতে পারে তারই এক জ্বলন্ত উদাহরণ উপন্যাসটি। উপন্যাসের মূল চরিত্রের নাম ভূমিকায় রত্না নামের একটি চরিত্র। সে সামান্য মধ্যবিত্ত ঘরের গৃহবধূ। এক্ষেত্রে প্রথম উপন্যাসটির মতো খুব একটা অবস্থার পরিবর্তন না ঘটানো ও স্বামীর অকাল মৃত্যু রত্নার জীবনে এনে দিয়েছে বৈধব্য। সংসার, সমাজ সম্পর্কে বীতস্পৃহ রত্না সদ্য স্বামীকে হারিয়ে যখন একেবারে বিপর্যস্ত ঠিক তখনই এক অনাহূত সংবাদে তার পায়ের তলার মাটি যেন সরে যায়। স্বামী শেখরের মৃত্যুর পর তার অফিসে চাকরির দাবী করতে গিয়ে সে জানতে পারে অন্য আর এক মহিলাও তার প্রতিযোগী। প্রথমে এসব ষড়যন্ত্র এবং চক্রান্ত করে শেখরের চাকরিটা তার কাছ থেকে নিয়ে নেবার কথা ভাবলেও ঘটনার সত্যানুসন্ধান করতে গিয়ে জানতে পারে বিগত ৫ বছর ধরে সে নিজেই প্রতারিত হয়েছে তার স্বামীর দ্বারা। শেখর বেঁচে